"শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনা বাংলাদেশ"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
অডিট শাখা
পরিবহন পুল ভবন (কক্ষ নং-৯১২)
সচিবালয় লিংক রোড, রোড।
www.tmed.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০০.০০০০.১৪২.১৬.৩৭.১৯-১৫৪

তারিখঃ ২৪ ভাদ্র ১৪২৬ / ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯

বিষয়: বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম উপজেলাধীন নুন্দহ ফাযিল মাদ্রাসার বর্তমান উপাধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের বিধি বর্হিভূত নিয়োগ এর বিষয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত এ বিষয়ে ডিএমই এর মতামত চাওয়া প্রসঙ্গে।

সূত্র: ১। জনাব মো: আবুল কাশেম, সাবেক অভিভাবক সদস্য ও দাঁতা, গভর্নিং বডি এর আবেদন পত্র।
সূত্র: ২। ডিএমই এর স্মারক নং- ৫৭.২৫.০০০০.০০৩.০২.০১৬(নিয়োগ) ১৭-৬৩৮, তারিখ: ০৪/০৯/২০১৭
সূত্র: ৩। ডিআইএ এর স্মারক নং- ডিআইএ/বগুড়া/৫০৮/রাজ: ৪২৫৩, তারিখ: ২৭/০৪/২০১৫
সূত্র: ৪। ইআবী এর স্মারক নং- ইআবি/রেজি/প্রশা/ফা.গ.ব/রা-২২/২০১৬/৮২৪৮, তারিখ ১২/০৫/২০১৯

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্র ১ এর মাধ্যমে
(i) বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম উপজেলাধীন নুন্দহ ফাযিল মাদ্রাসার বর্তমান উপাধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমানের সীমাহীন দূর্নীতি, অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতা ও আর্থিক জালিয়াতির কারণে মাদ্রাসার শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে চরম অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছে। (ii) এ ছাড়া তার কাম্য যোগ্যতা না থাকা সত্বেও উপাধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক অবৈধ ঘোষণা সত্বেও অদ্যাবধি ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করায় জনমনে ক্ষোভ ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। (iii) তাঁর (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ) বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগসমূহ নিরপেক্ষ তদন্ত পূর্বক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত উক্ত মাদ্রাসার সাবেক অভিভাবক ও দাতা সদস্য জনাব মো: আবুল কাশেম কর্তৃক টিএমইডি-তে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

০২. এখানে উল্লেখ্য যে যৌক্তিক কারণ ব্যতিত ০১ বছরের অধিক সময় অধ্যক্ষের পদ শূন্য রাখা যাবেনা মর্মে সূত্র ০২ ও ০৩ এর মাধ্যমে DME কর্তৃক নির্দেশনা দেয়া আছে।

০৩. DIA কর্তৃক (তদন্ত প্রতিবেদনে) জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমানের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, তা নিম্নরূপ:
(i) জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান কর্তৃক একই শিক্ষাবর্ষে ও একই সনে (১৯৯১ সন) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বগুড়া সরকারি আজিজুল হক কলেজ হতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ হতে বি.এস.এস. (অনার্স) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ এবং একই শিক্ষাবর্ষ ও সনেই বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ফাজিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হওয়ায় ও কাম্য অভিজ্ঞতা না থাকা সত্বেও উপাধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ লাভ করায় বিধি মোতাবেক তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ।
(ii) জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান অত্র মাদ্রাসা উপাধ্যক্ষ পদে আবেদনকালে বি.এস.এস (অনার্স) এবং এম.এস.এস সনদের বিষয়ে উল্লেখ করেননি। তিনি উপাধ্যক্ষ পদের আবেদনে নুন্দহ ফাজিল মাদ্রাসায় ১৫/০৩/৯৭ ইং তারিখ হতে প্রভাষক হিসাবে বর্তমান পর্যন্ত কর্মরত আছেন মর্মে অভিজ্ঞতা দাখিল করেন। আবেদনে প্রভাষক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) পদে কর্মরত থাকার কথা উল্লেখ করা হলেও কোন বিষয়ের প্রভাষক তা উল্লেখ করা হয়নি। অর্থাৎ প্রকৃত তথ্য আবেদনে উল্লেখ করা হয়নি।
(iii) অর্থাৎ উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ লাভের জন্য আরবী প্রভাষক পদে অভিজ্ঞতা না থাকায় অভিযোগ প্রমাণিত এবং প্রভাষক (আরবী) পদে কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় ফাজিল মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ লাভের জন্য দাখিলকৃত জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান এর আবেদন বাতিলযোগ্য ছিল। ফলে ফাজিল মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ পদে জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান এর নিয়োগ বিধিসম্মত হয়নি।

০৪. সূত্র-০৪ এর মাধ্যমে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার কর্তৃক (জনাব মোস্তাফিজুর রহমানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ বিষয়ে) প্রদত্ত মতামত (তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে) নিম্নরূপ: (কপি সংযুক্ত)

(i) উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগের জন্য আরবী প্রভাষক পদের অভিজ্ঞতা বিহীন আবেদন গ্রহণযোগ্য ছিল না।
(ii) কাংখিত আরবী প্রভাষকের অভিজ্ঞতা না থাকা সত্বেও জনাব মোস্তাফিজুর রহমানকে উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দানের অভিযোগটি সত্য।
(iii) এ ধরনের মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে তাকে উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দানের জন্য নির্বাচনী বোর্ড ও গভর্নিং বডিই দায়ী।

০৪. উল্লেখ্য, গত ২৬.১১.১৪ খ্রি: তারিখে ডিআই কর্তৃক সম্পন্ন হওয়া তদন্ত প্রতিবেদনের ৫ম ও ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার মতামত অংশে যে মতামত প্রদান করা হয়েছে তা নিম্নরূপ :

ক. একই শিক্ষা বর্ষে এবং একই সনে জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান কর্তৃক বি.এস.এস (সম্মান) ও ফাজিল সনদ অর্জনের অভিযোগ সত্য।

খ. অত্র মাদ্রাসায় প্রভাষক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) পদে নিয়োগের আবেদনে জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান তাঁর অর্জিত সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেননি এবং উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগের আবেদনেও সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের উল্লেখ নেই।

গ. উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ লাভের জন্য আরবী প্রভাষক পদে অভিজ্ঞতা না থাকার অভিযোগ প্রমাণিত।

চলমান পাতা/২

ঘ. প্রভাষক (আরবী) পদে কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় ফাজিল মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ লাভের জন্য দাখিলকৃত জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান এর আবেদন বাতিলযোগ্য ছিল। ফলে ফাজিল মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ পদে জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান এর নিয়োগ বিধিসম্মত হয়নি। (কপি সংযুক্ত)

০৬. এক্ষণে, নুন্দহ ফাযিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ বিষয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত বিষয়ে তথ্যসহ মতামত প্রয়োজন :

ক) নুন্দহ ফাযিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত একই শিক্ষাবর্ষে ফাজিল এবং বিএসএস অনার্স ডিগ্রী অর্জন সংক্রান্ত অভিযোগ নিরপেক্ষভাবে প্রমাণিত কিনা?

খ) অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে থাকলে এ বিষয়ে আইনানুগ শাস্তির বিধান কি?

গ) প্রভাষক এবং উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগকালীন কোন তথ্য জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান কর্তৃক গোপন করা হয়েছিল কিনা?

ঘ) জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান কর্তৃক কোন তথ্য গোপন করা হয়ে থাকলে তা কি এবং উক্ত কার্যক্রম কোন অপরাধের আওতাভুক্ত কিনা?

ঙ) উক্ত কার্যক্রম (তথ্য গোপন) অপরাধের আওতাভুক্ত হলে শাস্তির বিধান কি?

চ) জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ লাভের জন্য আরবী প্রভাষক পদে অভিজ্ঞতা না থাকার অভিযোগ সর্বোতভাবে প্রমাণিত কিনা?

ছ) উক্ত অভিযোগটি নিরংকুশভাবে প্রমানিত হয়ে থাকলে এ অপরাধের জন্য আরোপযোগ্য শাস্তির বিধান কি এবং তা প্রয়োগের পদ্ধতি কি?

জ) জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান এর উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগকালে উক্ত মাদ্রাসার প্রধান হিসেবে দায়িত্বে কে ছিলেন এবং নিয়োগ কমিটিতে কে কে ছিলেন;

ঝ) উক্ত নিয়োগকালে প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং নিয়োগ কমিটি এ নিয়োগের জন্য কতটুকু দায়ী এবং এ বিষয়ে কি করণীয়?

ঞ) সার্বিক বিবেচনায় জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান এর বিরুদ্ধে বর্তমানে কি করণীয় (আইন বিধি উল্লেখ পূর্বক সুনির্দিষ্ট প্রমানসহ) ;

০৬. এমতাবস্থায়, বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম থানাধীন নুন্দহ ফাযিল মাদ্রাসার বর্তমান উপাধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের বিধি বর্হিভূত নিয়োগ এর বিষয়ে (উপরোক্ত জিজ্ঞাসার আলোকে) সুস্পষ্ট মতামত আগামী ১৭.০৯.১৯ খ্রি: তারিখের মধ্যে টিএমইডি-তে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য মহোদয়কে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক ৮ ফর্দ।

(নূরজাহান বেগম)
সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, লেভেল-৩,৩৭/৩/এ,
ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা।

স্মারক নং- ৫৭.০০.০০০০.১৪২.১৬.৩৭.১৯-১৫৪

তারিখঃ ২৪ ভাদ্র ১৪২৬ / ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়) :

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। সচিব, মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।)
৫। যুগ্মসচিব (অডিট ও আইন)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬। উপসচিব (অডিট ও আইন)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭-৮। অফিস কপি/ মাস্টার কপি।

০৮.০৯.১৯
(নূরজাহান বেগম)
সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)